109225 - যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সে মীকাতে কি কি করবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সে মীকাতে কি কি করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

মীকাতে পৌঁছার পর গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো সুন্নত। যেহেতু বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকালে সেলাইকৃত (অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদলে তৈরী-অনুবাদক) কাপড় থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং গোসল করেছেন। এবং যেহেতু সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহরামের কারণে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং তাঁর হালাল হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার আগেও সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।" আয়েশা (রাঃ) যখন হায়েগ্রস্ত হয়ে ইহরাম করলেন তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) যখন যুলহুলাইফাতে সন্তান প্রসব করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও গোসল করার এবং কাপড়ের পট্টি বেঁধে ইহরাম করার নির্দেশ দিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যদি মীকাতে পৌঁছেন এবং তিনি হায়েগ্রস্ত কিংবা নিফাসগ্রস্ত থাকেন তিনি গোসল করবেন এবং সবার সাথে ইহরাম করবেন। অন্য হাজী যা যা করে তিনিও তা তা করবেন; শুধু বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ছাড়া যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)কে সে নির্দেশ দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি ইহরাম করতে ইচ্ছুক তার উচিত নিজের গোঁফ, নখ, নাভির নীচের পশম, বগলের পশম ইত্যাদির যত্ন নেয়া। প্রয়োজন হলে এগুলো কেটে নেওয়া। যাতে করে, ইহরাম করার পর ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এগুলোর যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "স্বভাবগত বিষয় পাঁচটি: খতনা করা, নাভির নীচের পশম কাটা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা ও বগলের পশম উপড়ে ফেলা।" সহিহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: "আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নীচের পশম সেভ করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে: আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি সময় দেরি না করি।" এ হাদিসটি ইমাম নাসাঈ এ ভাষায় সংকলন করেছেন যে,, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে

দয়িছেনে”। ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তরিমযিি হাদসিটি ইমাম নাসাঈর ভাষায় সংকলন করছেনে। আর পক্ষান্তরে, ইহরামকালে মাথার কোন চুল কর্তন করা শরয়িতসম্মত নয়; পুরুষদরে জন্যওে নয়, নারীদরে জন্যওে নয়।

দাঁড়ি সভে করা কংিবা দাঁড়রি কছিু অংশ কাটা সবসময় হারাম। বরং দাঁড়ি ছড়েে দতিে হবে। যহেতেু সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে য, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমেরা মুশরকিদরে বপিরীত কর। দাঁড়ি ছড়েে দাও এবং গোঁফ ছাটাই কর”। ইমাম মুসলমি তাঁর ‘সহহি’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমেরা গোঁফ ছাটাই কর, দাঁড়ি ছড়েে দাও এবং অগ্নপিূজারীদরে বপিরীত কর।”

এ যামানায় অনকে লোকরে মধ্যে এ সুন্নতরে খলিাফ করার, দাঁড়রি বরিুদ্ধে যুদ্ধ করার, কাফরে ও নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার মহা মুসবিত বদ্যিমান। বশিষেতঃ যারা ইলম অর্জন ও বতিরণরে সাথে সম্পৃক্ত তাদরে মধ্যওে। ইন্না লল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজউিন। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে, আমাদরেকে ও সর্বস্তররে মুসলমানকে সুন্নাহ্ অনুসরণ করার ও আকঁড়ে ধরার এবং সুন্নাহ্র দকিে দাওয়াত দয়োর হদোয়তে নসীব করনে। যদওি অনকে মানুষ সুন্নাহ্র প্রতি বীতশ্রদ্ধ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নমো’লা ওয়াকলি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বল্লিাহলি আলয়্যিলি আযমি (আল্লাহ্ই আমাদরে জন্য যথষ্টে। তনিি কতই না উত্তম অভভিাবক। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থকেে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নইে)।

এরপর পুরুষ হলে একটি লুঙ্গি ও চাদর পরধিান করবে। মুস্তাহাব হচ্ছ- এ দুইটি চাদর সাদা ও পরস্কিার হওয়া। মুস্তাহব হচ্ছ- দুইটি স্যান্ডলে পায়ে দয়িে ইহরাম করা। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “তোমাদরে কউে যনে একটি লুঙ্গি, একটি চাদর ও এক জোড়া স্যান্ডলে পায়ে দয়িে ইহরাম কর।”[মুসনাদে আহমাদ]

আর মহলিা হলে য কাপড় ইচ্ছা স কাপড় পরে ইহরাম করতে পারনে; কালো কাপড় হোক, সবুজ কাপড় হোক কংিবা অন্য কোন রঙরে কাপড় হোক। তব, পুরুষরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থকেে সাবধান থাকতে হবে। ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য নকিাব ও হাত-মোজা পরা নাজায়যে। তবে তনিি অন্য কছিু দয়িে মুখ ও হাতরে কব্জদ্বিয় ঢকেে রাখবনে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকারী নারীকে নকিাব ও দুইহাতে মোজা পরতে নষিধে করছেনে। কোন কোন সাধারণ মুসলমান য মনে করে থাকনে, নারীদরেকে সবুজ কংিবা কালো রঙরে পোশাকে ইহরাম করতে হব— এর কোন ভত্তিি নইে।

এরপর গোসল, পরচ্ছিন্নতা ও ইহরামরে কাপড় পরধিান শষেে মনে মনে হজ্জ কংিবা উমরা যটো পালন করতে ইচ্ছুক সটোর নয়িত করবে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “সকল আমল নয়িযত অনুযায়ী মূল্যায়তি হয়। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সটোই পায়।”

তনিি যা নয়িত করছেনে সটো উচ্চারণ করা শরয়িতসম্মত। যদি তনিি উমরা করার নয়িত করনে তাহলে বলবনে: ‘লাব্বাইকা

উমরাতান’ কংিবা ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান’। আর যদি তনিি হজ্জ করার নয়িত করনে তাহলে বলবনে: ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ কংিবা ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান’। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো করছেনে। যদি হজ্জ ও উমরা উভয়টার নয়িত করতে চান তাহলে উভয়টাকে একত্রতি করে তালবয়িা বলবনে: ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান’। এক্ষত্রেে উত্তম হচ্ছে- গাড়ী কংিবা পশুর পঠিে আরোহণ করার পর নয়িত উচ্চারণ করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণরে পর তালবয়িা পড়ছেনে, আর সওয়ারী তাকে নয়িে যাত্রা শুরু করছে।ে আলমেগণরে মতামতরে মধ্যে এটি সবচয়েে শুদ্ধ। ইহরাম ছাড়া অন্য কোন আমলরে ক্ষত্রেে নয়িত উচ্চারণ করা শরয়িতসদ্ধি নয়; কনেনা ইহরামরে নয়িত উচ্চারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়ছে।ে

পক্ষান্তর,ে নামায ও তাওয়াফ ইত্যাদি আমলরে কোনটরি ক্ষত্রেে নয়িত উচ্চারণ করা অনুচতি। তাই কউে এভাবে বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ كَذَا وكَذَا (আমি অমুক অমুক নামাযরে নয়িত করছে)ি। এ রকমও বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أَطُوْفَ كَذَا (আমি অমুক তাওয়াফ করার নয়িত করছে)ি। বরং এ ধরণরে উচ্চারণ করাটা নব্য বদিাত। আর এটি স্বজোরে বলা আরও বশেি নন্দিনীয় ও কঠনি গুনাহ। যদি নয়িত উচ্চারণ করাটা শরয়িতসদ্ধি হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো বর্ণনা করতনে এবং তাঁর কথা কংিবা কাজরে মাধ্যমে উম্মতরে জন্য বষিয়টি সুস্পষ্ট করে যতেনে এবং সলফে সালহেীনগণ তা পালনে অগ্রণী থাকতনে।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এমন কছিু পাওয়া যায়নি, সাহাবায়ে করোম থকেওে এমন কছিু বর্ণতি হয়নি- এতে করে জানা গলে য,ে এটি বদিাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “সবচয়েে মন্দ বষিয় হচ্ছে নব্য বষিয়গুলো। আর প্রত্যকেটি বদিাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা”।[সহহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “যে ব্যক্তি আমাদরে দ্বীনে এমন কছিু চালু করে যা এতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত”।[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] সহহি মুসলমিরে বর্ণনায় আছে “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার ব্যাপারে আমাদরে অনুমোদন নইে সটো প্রত্যাখ্যাত।”[সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায